



পাইলিং

পাইলিং মূলত স্থাপনার নিচের গভীর ফাউন্ডেশন। পাইলিং-এর প্রয়োজনীয়তা সয়েল টেস্ট রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায়।

কেন পাইলিং করতে হয়?

- ▶ প্রথমত - পাইলিং ভবনের ভার বহন করে এবং ভবনের লোডকে মাটির শক্ত স্তরে পৌঁছে দেয়।
- ▶ দ্বিতীয়ত - যে সকল স্থানের মাটি সঠিক গঠনের নয়, মাটির পর্যাপ্ত ভারবহন ক্ষমতা নেই, সেসব স্থানে সাধারণ ফাউন্ডেশন দুর্বল হয়। এইসব স্থানে পাইলিং প্রয়োজন হয়।
- ▶ তৃতীয়ত - ভবনের চাপে মাটি সরে যাওয়া বা ক্ষয় হয়ে যাওয়া রোধ করে।

বাংলাদেশে দুই ধরনের পাইলিং প্রচলিতঃ

আমাদের দেশে দুরকম পাইলিং প্রচলিত, “প্রি-কাস্ট” পাইলিং আর “কাস্ট ইন সি টু” পাইলিংঃ



প্রি-কাস্ট পাইলিং

“প্রি-কাস্ট” পাইলিং আগে থেকে তৈরি করে সাইটে আনা হয়। এর আকৃতি গোলাকার বা বর্গাকার হতে পারে।



“কাস্ট ইন সি টু” পদ্ধতিতে সাইটেই পাইল প্রস্তুত এবং স্থাপন করা হয়। এই পাইলটি প্রথমে নকশার লে-আউট অনুযায়ী বোরিং করে তারপর লোহার খাঁচা ঢুকানোর পর ঢালাই করে নির্মাণ করা হয়। এর আকার সব সময় গোলাকার হয়ে থাকে। “কাস্ট ইন সি টু” পাইলিং নির্মাণে কংক্রিট কভার অর্থাৎ মূল ঢালাই থেকে রড কত ভেতরে থাকবে, সেটার পরিমাপ হবে ৩ ইঞ্চি।

সয়েল টেস্ট ও সাইট পর্যবেক্ষণ করে কোন ধরনের পাইলিং লাগবে এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।